দেশে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক চলছে। সরকারের নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ বলেছেন, এ ব্যাপারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। নতুন ব্যাংক খোলার প্রয়োজন আছে কি নেই, সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক দুই গভর্নর **মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন** ও **সালেহউদ্দিন আহমেদ**-এর অভিমত প্রকাশ করা হলো।

নতুন ব্যাংক হলে প্রতিযোগিতা বাড়বে

মত দ্বিমত

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

দেশে নতুন বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। কারণ, ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই, বিষয়টি একেবারেই অর্থনৈতিক।

অস্বীকার করা যাবে না, বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি ক্রমে বাড়ছে। জনগণের মূলধনের পরিমাণও বাড়ছে; বাড়ছে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স (প্রবাসী-আয়)। আগে বিদেশ থেকে ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠাতে প্রবাসীরা নিরুৎসাহী ছিলেন। প্রাপকের কাছে অর্থ পৌঁছাতে বিলম্ব হতো। এখন কিন্তু সে অবস্থা নেই।

অন্যান্য খাতের মতো ব্যাংকিং খাতে সুষ্ঠু ও সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে সেই প্রতিযোগিতা এখনো গড়ে ওঠেনি। সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা থাকলে সুদের হার নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হতো না। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সুদের হার নির্ধারিত হতো। দেশে বর্তমানে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ৪৭টি। এর মধ্যে বেসরকারি ৩০টি এবং বিদেশি মালিকানাধীন নয়টি। সব ব্যাংক মিলেও কিন্তু চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাত যে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, তার প্রমাণ কয়েক বছর আগেও যেসব ব্যাংক লোকসান দিত বা সামান্য মুনাফা করত, এখন তাদের কোনো কোনোটি বছরে হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত মুনাফা করছে।

দেশে নতুন ব্যাংকের প্রয়োজন আছে কি নেই, সেটি দেখতে হবে গ্রাহকসেবা দিয়ে। প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানে যেখানে ব্যাংকের একটি শাখা ১৫ থেকে ১৬ হাজার মানুষকে সেবা দিচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশে দিচ্ছে ২২ হাজার মানুষকে। এ সংখ্যাটি ভারত ও পাকিস্তানের পর্যায়ে নিয়ে আসতে হলেও নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। তবে আইন অনুযায়ী কাজটি করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, মন্ত্রণালয় নয়।

তবে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। ব্যাংকের শাখা শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হলে চলবে না। গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামো সুদৃঢ় করতে এবং মানুষের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে গ্রামাঞ্চলে আমাদের মনোযোগ বাড়াতে হবে, নতুন নতুন শাখা খুলতে হবে। বর্তমানে যেকোনো ব্যাংকের জন্য শহরাঞ্চলে চারটি শাখা খুললে গ্রামাঞ্চলে একটি শাখা খোলা বাধ্যতামূলক। এই হার সমান সমান হওয়া উচিত। শহরাঞ্চলে একটি শাখার বিপরীতে গ্রামেও একটি শাখা খুলতে হবে।

ব্যাংকের মূলধনের অপ্রতুলতা সম্পর্কে প্রায়ই যে অভিযোগ শোনা যায়, এর কারণ ব্যাংকের সংখ্যা নয়, ব্যাংক আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া। এ আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি একটি বা দুটি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়, ক্ষতি নেই। অনেক দেশে দেখা যায়, দুর্বল ব্যাংকগুলো সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাচ্ছে। আবার কোথাও বা সবল ব্যাংক দুর্বল ব্যাংককে অধিগ্রহণ করে নিচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যাংক অধিগ্রহণ বা একীভূত করার কোনো আইন নেই। এ আইনটি হওয়া জরুরি। তাহলে দুর্বল ব্যাংকগুলো নিয়ে সরকারকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। প্রশাসক বসিয়ে লোকসানি ব্যাংক সচল রাখারও দরকার হবে না। ব্যাংকিংয়ের স্বাভাবিক নিয়মেই এগুলো যৌক্তিক পরিণতি পাবে।

বিসিসিআই ব্যাংক বন্ধের সময় আমাদের দেশ ভালো একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই ব্যাংকের অনেক গ্রাহক ফতুর হলেও বাংলাদেশের সব গ্রাহকই তাঁদের সমুদয় পাওনা ফিরে পেয়েছেন।

দেশে নতুন ব্যাংকের প্রয়োজন আছে বলেই উদ্যোক্তারা নতুন ব্যাংক খুলতে চাইছেন। এসব ব্যাংক খোলার অনুমতি কারা পাবেন, সেসব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। উদ্যোক্তাদের রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু তাঁরা যখন ব্যাংকিং সেবায় নিয়োজিত হবেন, তখন এর আইনকানুন মেনেই তা করবেন। নতুন ব্যাংক অনুমোদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে আইন, মূল্যায়ন ও তদারকির ব্যবস্থা আছে, সেগুলো ঠিকমতো অনুসরণ করলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

বিগত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির আমলে বেশ কিছু নতুন ব্যাংক হয়েছে এবং বেশির ভাগই ভালো ব্যবসা করছে। ১৯৯৬-২০০১ সালে যে ১২টি নতুন ব্যাংকের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন রাজনীতির বাইরের মানুষও। সে সময়ে ব্র্যাক ব্যাংক অনুমতি পেয়েছিল, ট্রাস্ট ব্যাংক অনুমতি পেয়েছিল; সেগুলোর উদ্যোক্তারা কিন্তু আওয়ামী লীগের কেউ নন। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ব্যাংকের উদ্যোক্তা হতে পারেন। কিন্তু ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি কাম্য নয়।

তবে আমি মনে করি, নতুন ও পুরোনো সব ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তথা ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তাঁর কর্মীবাহিনীর দায়িত্ব কি, সেটি স্পষ্ট নয়। অনেক সময়ই এ নিয়ে বিরোধও লক্ষ করা যায়।

আমি মনে করি, পরিচালনা পর্ষদ নীতি নির্ধারণ করবে, দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা নেবে আর সেই নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তাঁর কর্মীবাহিনী। কিন্তু আমাদের এখানে পরিচালনা পর্ষদকে অনেক সময় ঋণ দান নিয়েই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু ঋণ প্রস্তাব বিবেচনার কাজ তো তাদের নয়, এটি করবে ব্যবস্থাপনা বিভাগ। এবং তারা অবশ্যই পরিচালনা পর্ষদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

দ্বিতীয়ত, সবকিছু কেন্দ্রীভূত না করে অনেক ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ও ঢাকার বাইরে হতে পারে। কৃষি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকার যৌক্তিকতা নেই।

আরেকটি কথা, দেশের ব্যাংকিং খাত যদি দুর্বলই হবে, তাহলে প্রতিবছর তারা এত বিপুল পরিমাণ ব্যবসা কীভাবে করে? কেবল দেশি নয়, বিদেশি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোও ভালো ব্যবসা করছে। শেয়ারবাজারেও ব্যাংকগুলোর রয়েছে শক্ত অবস্থান। নতুন ব্যাংক হলে প্রতিযোগিতা বাড়বে। কর্মসংস্থান বাড়বে। প্রতিযোগিতায় যারা ভালো করবে, তারা টিকে থাকবে। এতে আশঙ্কার কিছু নেই।

● **ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।**

নতুন ব্যাংকের প্রয়োজন আপাতত নেই

সালেহউদ্দিন আহমেদ

নতুন ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, সেটা দেখতে হবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কেননা, নতুন ব্যাংক চাহিদার ভিত্তিতে হতে হবে। যাচাইবাছাই করে দেখার পরই এ ব্যাপারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিধি বা ব্যাপ্তি (জিডিপি ১০০ বিলিয়ন ডলারের মতো) যেভাবে বাড়ছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

আমাদের এখন ৪৭টি তফসিলি ব্যাংক আছে। এর মধ্যে চারটা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক, চারটা বিশেষায়িত, ৩০টা বেসরকারি ও নয়টি বিদেশি ব্যাংক। যারা ব্যাংকের আওতার বাইরে আছে, সেসব লোককে ব্যাংকের আওতায় নিয়ে আসা নিশ্চয়ই জরুরি। কিন্তু নতুন ব্যাংক স্থাপনই কি এর সমাধান? সেটা বিদ্যমান ব্যাংকগুলোর মাধ্যমেই বাংলাদেশ ব্যাংক করতে পারে। বিশেষায়িত দিকগুলো দেখার জন্যও ব্যাংক আছে। এদের পণ্য বাড়ানো এবং কাজের বিস্তার ঘটানোর এখনো অনেক সুযোগ আছে।

বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এখন বহুমুখী কাজ করছে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এরা সরকারি ব্যাংকগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। আর তারা নতুন নতুন জায়গায় যাচ্ছে, ব্যবসা, শিল্পে বিনিয়োগ করছে। এখন যদি মনে করা হয়, যেহেতু অর্থনীতির পরিধি বাড়ছে, নতুন নতুন কাজ হচ্ছে, নতুন নতুন ব্যাংক দরকার—এ যুক্তি তেমন শক্তিশালী নয়। কারণ, বিদ্যমান ব্যাংকগুলো দিয়েই সে কাজ করানো যায়।

অনেকে যুক্তি দেখাতে পারেন, আমাদের ব্যাংকের যে সংখ্যা এবং তাদের যে তহবিল, তা অনেক জায়গায় যাচ্ছে না, গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগ হচ্ছে না ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান তো নতুন ব্যাংক তৈরি করে হবে না। যেসব জায়গায় ব্যাংক যেতে পারছে না, সেখানে নতুন ব্যাংকের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে তা করা সম্ভব হবে না। বরং বর্তমানে যেসব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলো বিকশিত করা দরকার।

আমাদের দেশে ব্যাংকগুলো এখনো ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ কাভার করে, আর বেশির ভাগ কাভার করে এনজিও ও কো-অপারেটিভ, ক্রেডিট ইউনিয়ন, ক্রেডিট সোসাইটি। তাই, যতই নতুন ব্যাংক দেওয়া হোক না কেন, তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুবিবেচনাসম্বন্ধীয় মান বা ব্যবস্থাপনাগত মানদণ্ড মেনে দায়িত্ব পালন করতে হয়। ইচ্ছামতো যেখানে-সেখানে যাওয়া, ঋণ দেওয়া ইত্যাদি করা যায় না। নতুন ব্যাংক দিয়েই আউটরিচ বাড়াতে হবে এমন তো নয়। বরং যেসব এনজিও ভালো কাজ করছে (যেমন ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে), এ ছাড়া ক্ষুদ্রঋণের রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ ২৯৮টি লাইসেন্স দিয়েছে কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য—তারাও বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অবদান রাখতে পারে। তাদের কাজটা তাদেরই করতে দেওয়া হোক। তাদের একটা কাঠামোয় নিয়ে আসা বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূরক ভূমিকা তো তারাও পালন করতে পারে। ব্যাংককেই সবকিছু করতে হবে—এর তো মানে হয় না। পুরো আর্থিক খাতে অর্থায়ন করবে ব্যাংক, এটা সম্ভব নয়। অন্য আধা-আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলোও শক্তিশালী করা হোক।

বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান করার ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংস্থানের জন্য দরকার হয় পুঁজিবাজার। ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভর করে বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কোনো দেশে হয় না। পুঁজিবাজার শক্তিশালী ও অস্থিতিশীল অবস্থা দূর করা জরুরি। পুঁজিবাজার থেকে অর্থ আহরণের সুবিধা হলো, তাতে ইক্যুয়িটি বাড়বে, মালিকদের স্টেক বাড়বে।

সরকার ব্যাংককে লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংক চাহিদা যাচাইবাছাই করে নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দিতে পারে। আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থাকাকালে নতুন ব্যাংকের সম্ভাবনা যাচাই করা হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম, নতুন কোনো ব্যাংক স্থাপনের প্রয়োজন নেই। ছয়-সাত বছর নতুন কোনো ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতের বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার পক্ষে খুব বাস্তবসম্মত যুক্তি থাকতে হবে। রূপরেখা, ভবিষ্যতের ভিশন ('আশা করছি, এ রকম হবে')—এ ধরনের ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে নতুন ব্যাংক খোলার কোনো অর্থ নেই।

সরকার নতুন ব্যাংকের অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দিলে তা সঠিক হবে না। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বকীয়তা, তার স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে। যদি সরকার মনে করে, বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে নয়, আইন করে নতুন ব্যাংক স্থাপন করবে, সেটা তো সরকার করতেই পারে। আইন করে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অসুবিধা হলো, এতে ব্যাংকিংয়ের ডিসিপ্লিন, সেবার মান যথাযথ না হওয়ারই আশঙ্কা থাকে।

সম্প্রতি বিশ্বে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, সেদিকে তাকালে দেখা যাবে, সংকটের শুরু মূলত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে। পরে তা ছড়িয়ে পরে বিভিন্ন খাতে এবং বিভিন্ন দেশে। পশ্চিমা দেশগুলোতে সংকট এখনো কাটেনি। তাই ব্যাংকের যদি খুব ভালো পুঁজি ভিত্তি না থাকে, সেবার মান ভালো না হয়, ভালো ব্যবস্থাপনা ও ভালো সম্পদ না থাকে, তাহলে দেশের ভেতরের ঘাত-প্রতিঘাত কিংবা বাইরের সংকটের অভিঘাত সে সহ্য করতে পারবে না। এদিকটাও ভেবে দেখতে হবে। ছোট ছোট ব্যাংক, ছোট ছোট আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলে একটা ইকোনমিক সাইজে যাওয়ার নীতি অনুসৃত হলে সুফল লাভ করা যায়। 'ইকোনমি অব স্কেল' বিবেচনা করে করলে তখন সেবার মান ও কার্যকারিতা বাড়ে কিন্তু ব্যয় কমে। ছোট ছোট দুর্বল ব্যাংক ইকোনমি অব স্কেলের সুফল অর্জন করতে পারে না। তা ছাড়া, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কাজে গুণগত মান বজায় রাখাও বেশ কষ্টসাধ্য হবে।

● **সালেহউদ্দিন আহমেদ : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।**